সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।[৩৯]

সংযোগ ও সমবায়

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সংযোগকে সম্বন্ধ বলা হলেও সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে।

১. সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সংযোগকে পদার্থ বলা হয়নি। সংযোগকে গুণের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

২. সমবায়কে নিত্য সম্বন্ধ বলা হয়েছে। সমবায় অনিত্য হলে তারও ত্রিবিধ কারণ থেকে (সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ) উৎপত্তি স্বীকার্য। কিন্তু সমবায়ের সম্বন্ধী সমবায়ী কারণ নয়। তাই সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সমবায়ের সম্বন্ধীর বিনাশে সম্বন্ধের জ্ঞান সমগ্রী বিনষ্ট হয়; কিন্তু সমবায় নিত্য ও স্বতন্ত্র বলে বিনষ্ট হয় না।

সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ। যেখানে সংযোগ সম্বন্ধ হয়, সেখানে শেষে বিভাগ দেখা যায়। যেমন—বৃক্ষে কাকের যে সংযোগ বা হস্ত ও বৃক্ষের যে সংযোগ, তা শেষে বিভাগ হলে নষ্ট হয়ে যায়। কাক গাছ থেকে আবার উড়ে গেলে বৃক্ষ থেকে কাকের বিভাগ হয়; তখন সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ।

অপরপক্ষে, কপাল ও ঘটের যে সমবায় সম্বন্ধ তা বিভাগে শেষ হয়ে যায় না। ঘট বা কপাল কোনটিই কখনও বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে না। তাই কপাল-ঘট প্রভৃতি অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধটি সমবায়, সংযোগ নয়।

---

৩৯. পূর্ববৎ, পৃঃ ৭২-৭৩।

৩. সমবায় সম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি অযুতসিদ্ধ পদার্থেই হয়। অপরপক্ষে, সংযোগ যে সম্বন্ধীদ্বয়ে থাকে তা যুতসিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ নয়। দণ্ড ও পুরুষ প্রথমে অসম্বদ্ধ থাকে, পরে সম্বদ্ধ হয়। তাই দণ্ড ও পুরুষ যুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয়। কিন্তু ঘট ও তার রূপ, ঘট ও ঘটত্ব প্রভৃতি কখনও অসম্বদ্ধ হয়ে থাকতেই পারে না। তাই তারা অযুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধই সমবায়।

৪. সংযোগ সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যেই হয়। দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে সংযোগ সম্বন্ধ হয় না। ঘট ও পট দুটি দ্রব্য। এদের সংযোগ হতে পারে। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যে (যেমন—অবয়ব-অবয়বী) হতে পারে, আবার এমন দুটি পদার্থের মধ্যেও হতে পারে যারা দুটিই দ্রব্য নয় (যেমন—দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম)।

৫. আচার্য উদয়ন সমবায়কে 'নিত্যপ্রাপ্তি' বলেছেন। অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধই সমবায়। অযুতসিদ্ধের মানে হল প্রাপ্তসিদ্ধ অর্থাৎ তারা প্রাপ্তই থাকে, অপ্রাপ্ত থাকে না। তাই প্রাপ্তদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাই সমবায়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ অপ্রাপ্তদ্বয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ।

৬. সংযোগ ও সমবায় উভয়ই বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমবায় সম্বন্ধ যে অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ে থাকে তাদের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে। যেমন—কপাল ও ঘটের সম্বন্ধ সমবায়। এস্থলে কপাল হচ্ছে আধার এবং ঘট আধেয়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধের সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে না। হস্ত ও কলমের যে সংযোগ, সে স্থলে হস্ত আধার ও কলম আধেয় হয়। কিন্তু হস্তের দুটি অঙ্গুলির যে সংযোগ সেখানে কোন অঙ্গুলিই আধার হয় না বা আধেয় হয় না। সুতরাং সমবায় সংযোগ হতে পারে না।

৭. সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। অর্থাৎ সংযোগ যে অধিকরণে থাকে, সেই অধিকরণে তার অভাবও থাকে। যেমন—বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে বললে সেখানে কপিসংযোগের অভাবও আছে বলা যায়। কেননা বৃক্ষের সর্বাংশে কপিসংযোগ থাকে না। কিন্তু সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। ঘটে রূপ থাকে সমবায় সম্বন্ধে। কিন্তু ঘটের কোন অংশে রূপ আছে, কোন অংশে রূপের অভাব আছে, তা বলা যায় না।

সমবায় সম্বন্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রভাকর মীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে সমবায় স্বীকৃত হয়নি।